বিভূতিভূষণের আরণ্যক: ক্রমবিলীয়মান অরণ্যের অশনি সংকেত

মেঘমালা দে (মহন্ত)

নেহরু কলেজ, কাছাড়, আসাম

"" B”e N¢åw pl¢ij hqæ¡j ALo£hm¡j
N¡qj jN¡e¡j j¡alj AIZÉ¡¢ej Anw¢opj ''

ঋগ্বেদের এই সৌরভপূর্ণা অরণ্যদেবী, যিনি কৃষি না করেও বহু অন্নের অধীশ্বরী, সমস্ত অরণ্যের j¡a¡l তিনি যেন বিভূতিভূষণের জীবনে ধরা দিয়েছিলেন এক নিবিড় বাঁধন। অরণ্যের সবুজ সৌন্দর্য্য চোখে যে মায়াকাজল পরিয়েছিল, তাতে বিভূতিভূষণের জীবনে প্রকৃতিরানী যেন হয়ে ওঠেন ছলনাময়ী লীলা সঙ্গিনী। গৌরীদেবীর মৃত্যু তাঁর জীবনে যে শূণ্যতার সৃষ্টি করেছিল, সেই শূণ্যতার, শান্ত হয় mez öl¦ হয় আত্মোপলব্ধি ও উত্তরণের পালা। তাঁর সাহিত্যে যে মহাজীবনবোধ, মহাকালের কাছে মানুষের যে নির্বিকার আত্মসমর্পণ সেই উপলব্ধির স্ফূরণ জীবনের এই অরণ্য পর্বেই,

> ‘‘স্তব্ধ রাত্রি। আনন্দের রহস্যের গভীরতায় বিপুলতায় মন ভরে ওঠে, জীবনের অর্থ হয়। পৃথিবীর জীবনের পারে যে জীবন তার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়। দৈনিক জীবনের সাংসারিক কোলাহলে যে মহিমাময় শাশ্বত জীবনের সন্ধান আমরা পাইনা, জগতের সুখ দুঃখের ওপারে যে অনন্ত জীবন সকলেরই জন্য চঞ্চল প্রতীক্ষায় রয়েছে, অসীম নীল শূণ্য বেয়ে যার উদ্দাম রহস্যভরা পথযাত্রা সে জীবন একটু চোখে পড়ে।’’ নিস্তব্ধ অরণ্যের নিবিড় সান্নিধ্য তাঁর জীবনে বয়ে আনে বেঁচে থাকার সৌরভ। উপলব্ধি করেন দৈনন্দিন জীবনের সাংসারিক মায়া মমতা håe-সুখের মতো প্রকৃতি ও তিনি বলতেন ‘‘পশ্য দেবস্য কাব্যম্, ন মমার ণ জীর্যতি। প্রকৃতি Bjl¡ ¢hn¡mÉLIZ£ - মৃত , মূর্চ্ছিত চেতনাকে জাগ্রত করতে অত বড় ঔষধ আর নাই।’’

আরণ্যক উপন্যাসটি সেই অক্ষয় দেবতার কাব্যের জীবনের কোলাজ। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় যর্থাথই বলেছেন ‘‘ আমাদের উপনিষদকে বলে আরণ্যক শাস্ত্র। উপনিষদ অর্থে রহস্যময়। আরণ্যক বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে রহস্যগ্রন্থ, এক অভিনব উপনিষদ।’’ এই উপন্যাসে প্রকৃতির সঙ্গে নায়ক সত্যচরণ এক অদৃশ্য বাঁধনে বাঁধা পড়ে। সত্যচরণের চোখে প্রকৃতি যেন প্রa¢eua l¢f f¢lhaeju£ HL Aij¡e£ e¡¢uL¡ - ""Bl ¢L Do¡ fL¢al¡e£l - প্রকৃতিকে যখন চাহিবে, তখন প্রকৃতিকে লইয়াই থাকিতে হইবে। অন্য কোন দিকে মন দিয়াছ যদি অভিমানী কিছুতেই আর অবগুণ্ঠন খুলেবেন না।’’

প্রকৃতি ও তার প্রাকৃত সন্তানদের নিয়ে উপন্যাস আরণ্যকের প্রধান উপাদান প্রকৃতি J মানবজনের নিগূঢ় বন্ধন। উপন্যাসের মানুষগুলি ও যেন প্রকৃতিরই অপর সত্ত্বা। প্রতিটি চিরত্রই অরণ্যের আদিম সরলতা, সহজ জীবন বোধে আপাদমস্তক আদৃত। ছাতু, ঘাসের দানা, বন্য কুল তাদের ক্ষুন্নি-বৃত্তির প্রধান উপাদান। শুধুমাত্র একবেলা পেটপুরে ভাত খাবার লোভে এরা প্রচন্ড শীত আবৃত করে অবিচল ভাবে মোকাবিলা করে মাঘ মাসের হাড়-হিম করা শীত। গ্রীষ্মের অগ্নিবর্ষী খর তাপে শুষ্ক পাহাড়ি নদীতে দূর-দূরান্ত থেকে মেয়েরা সমস্ত দিনের পরিশ্রম শেষে আধ-কলসি ঘোলাজল সংগ্রহ করে ঘরে ফেরে।বিশেষত কুন্তা, মঞ্চী, ভানুমতী এই নারী চরিত্রগুলি যেন প্রকৃতিরই এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে উপন্যাসে বিরাজ করেছে। তাদের দৈনন্দিন কঠিন জীবন সংগ্রাম যেন লবটুলিয়া, ফুলকিয়া

Bhatter College Journal of Multidisciplinary Studies, Vol. 1, No. 1,
URL of the Issue: www.bhattercollege.org.in/bjmsv1n1.php
URL of the article: www.bhattercollege.org.in/bjms/bibhutibhusan.pdf
© Bhatter College, Dantan

অঞ্চলের অসামান্য রুপসী প্রকৃতিরই লীলাখেলারই আরও এক বিচিত্র খেয়াল। নাগরিক সভ্যতার বহূ দূরে গভীর অরণ্য--সীমান্তের এই বাসিন্দাদের অফুরান জীবনী শক্তি সত্যিই বিষ্ময়কর। সীমাহীন দুঃখ কষ্টেও দেবী সিং বিধবা পত্নী কুন্তার চিŠ-দৃঢ়তা, মঞ্চীর মধুর সারল্য, ভানুমতীর রোমান্টিক বিষন্নতা - এ সমস্তই আত্যন্ত স্বল্প পরিসরে উপন্যাসে এলেও পরাপাঠের জগতে এদের বিস্তৃতি অসীম। এসব নারীদের ব্যক্তিগত জীবনবোধে সেই স্থানের প্রকৃতি এমন এক অবিচ্ছেদ্যতায় বাঁধা আছে যার জন্য সেই নির্দিষ্ট চরিত্রের পরিবর্ত্তে সমস্ত গোষ্ঠী তথা অঞ্চলের প্রতি মরমী করে তোলে। নারী এখানে ব্যক্তি সত্তার গন্ডী পেরিয়ে সমগ্র প্রকৃতির বহূমাত্রিক প্রকাশ হয়ে উঠেছে। আসলে বিভূতিভূষণের মনোজগতে প্রকৃতি আর নারী একই আসনে প্রতিষ্ঠিত। মানব জীবন তাঁর কাছে প্রকৃতির বিচিত্র খেলাঘরের উপাদান। আরণ্যক উপন্যাসের দরিদ্র মানুষগুলির জন্ম, মৃত্যু, বেড়ে ওঠা সমস্তই প্রকৃতির স্নেহস্পর্শে লালিত বলেই হয়ত এদের জীবনদর্শনটিও দারিদ্র, অনাহার, অর্ধাহারের শত আঘাতেও অক্ষুন্ন হয়ে যায়।

'আরণ্যক' গোটা উপন্যাসটিকে যদি নায়ক সত্যচরণ ও লবটুলিয়া, ফুলকিয়া বৈহারের সৌন্দর্যের একাত্মা জীবনের রোজনামচা বলে ধরে নেয়া যায় তবে সেই একাত্মতার গভীরে গোপন hÉ¡থার মতো প্রতিনিয়ত চলছিল প্রিয় বিচ্ছেদের আয়োজন। ঋতু বদলের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির যে রূপ রূপান্তর সত্যচরণের চোখে অপূর্ব মহিমায় উদ্ভসিত হয়ে উঠেছিল, সেই প্রকৃতির ধ্বংসলীলার তান্ডবটির ও সূত্রপাত ছিল কিন্তু সত্যচরণের হাত ধরেই। প্রেমিক পুরুষ সত্যচরণ ভরা যৌবনা শ্যামলী বনদেবীকে ¢exü ¢lক্ত উজাড় করে চিরবিদায় নিয়েছে তার লীলাভূমি থেকে। দোলপূর্ণিমার নিস্তব্ধ জনহীন রাতে ফুলকিয়া বৈহারে সত্যচরণের মনে হয়েছে - ''মনে কেমন যেন একটা বাঁধনহীন মুক্ত ভাব - je ýý করিয়া উঠে, চরিধারে চাহিয়া সেই নীরব নিশীথ রাত্রে জ্যোৎস্নাভরা আকাশতলে দাঁড়াইয়া মনে হইল HL AS¡e¡ f¡l¡জ্য আসিয়া পড়িয়াছে - মানুষের কোন নিয়ম এখানে খাটিবেনা।'' প্রকৃতির রাজ্য মানুষের নিয়মে বঁধাতেই সত্যচরণের আগমন জঙ্গলে। শহুরে সত্যচরণ ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে ওঠে অরণ্য জীবনে, অগ্রহ, বিষ্ময়, করুণা বোধ করেছে বনকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকা চরম দরিদ্র, সহজ, সরল মানুষের জীবন যাপন প্রত্যক্ষ করে। উপন্যাসে সত্যচরণ এবং এসব দরিদ্র মানুষের যদিও দাতা ও N¡qÑa¡l i¢jL¡-অবতীর্ণ, কিন্তু মূলত তাদের উভয়েরই অবস্থান বিন্দুটি কিন্তু এক। একদিকে নগরিক সভ্যতায় লালিত জমিদার, যার প্রতিনিধি সত্যচরণ এবং অন্যদিকে দুঃস্থ গরীব প্রজা। এক আদিম অরণ্যকে আর্থ-সামাজিক সংলগ্নতায় বাঁধতে এসেছে সত্যQlZz S¢jl ¢h¢m hÉhÙ¡u ¢eZuL n¢š² J সে-Cz i¢jqÑe HC j¡eo গুলির কাছে সে রাজতুল্য। কিন্তু লক্ষ্যনীয় যে, অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের এমন এক চরম অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে তাকে লবটুলিয়া আসতে হয়েছে যেখানে নাগরুক সভ্যতার জটিল জীবনাবর্ত্তে তাকে অনাহার পথে পথে ঘুরতে হয়েছে। রুক্ষ কঠিন শহুরে জীবনে সমান্যতম কোমলতা নিদেনপক্ষে করুণা সন্ধানে ব্যর্থ সত্যচরণ বাধ্য হয়ে আত্মসমর্পণ করেছে লবটুলিয়ার বনদেবীর কাছে। কিন্তু বিপরীত দিকে, অরণ্যের স্পর্শে লালিত সন্তান বলেই হয়ত অথবা জীবন যাপনের বিকল্প কোন ব্যবস্থা নেই বলেই এই দুঃস্থ প্রজারা অর্ধাহারে যুঝে চলে শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষার তীh SÑhe f¢aLma¡z সত্যচরণ এবং এই প্রজারা উভয়েই জীবন ও জীবিকার তাড়নায় অসহায় ভাবে আত্মসমর্পণ করেছে প্রকৃতির কাছে। প্রকৃতিকে আশ্রয় করে বাঁচে দরিদ্র অসহায় মানুষেরা, প্রকৃতিকে ব্যবহার করে জীবিকা নির্বাহ করে সত্যচরণের মত নাগরিকেরা। প্রকৃতির সন্তান ; প্রকৃতিকে ভালোবেসে, পণ্য করে উভয়ে মিলে করে চলে অরণ্যমেধ যজ্ঞের আয়োজন। মূলত অরণ্য-পথিক সত্যচরণের অস্তিত্বের শেকড়টি দৃঢ় প্রোথিত ছিল তথাকথিত নাগরিক সভ্যতার গভীরে। নিতান্ত আর্থিক বিপর্যয়ে দিশেহারা, জীবিকার

তাগিদে সে আশ্রয় নেয় লবটুলিয়া-ফুলকিয়ার বনদেবীর কোলে। প্রকৃতির অসামান্য রূপ বা রহস্যময়তা আবিষ্কারের মতো মানসিকতা বা উপলব্ধির গভীরতা কোনটিই ছিলনা শহুরে সত্যচরণের। এই নিবিড় আরণ্যের গভীরে দিন যাপনের কল্পনায় সে ভীত হয়েছে -- 'কতবার মনে হইল চাকুরীতে দরকার নাই, এখানে হাঁপাইয়া মরার চেয়ে আধপেটা খাইয়া কলিকাত থাকা ভাল। অবিনাশের অনুরোধে কি ভুলেই করিয়াছি এই জনহীন জঙ্গলে' B¢pu¡, H S¡he B j¡l Se£ euz' -- ¢L¿ œ²jnC fL¢al নিবিড় স্পর্শে, সান্নিধ্যে প্রসারিত হয়েছে শহুরে সত্যচরণের দৃষ্টি, কল্পনা -- 'যতই দিন যাইতে লাগিল জঙ্গলের মোহ ততই আমাকে ক্রমে পাইয়া বসিল। এর নির্জনতা ও অপরাহ্নের সিঁদুর ছড়ানো বন ঝাউয়ের কি আকর্ষণ আছে বলিতে পারি না -- BSL¡ল ক্রমশ মনে হয় এই দিগন্ত ব্যপী বিশাল বন প্রান্তর ছাড়িয়া, ইহার রোদ পোড়া মাটির তাজা সুগন্ধ, এই স্বাধীনতা, এই মুক্তি ছাড়িয়া কলিকাতার গোলমালের মধ্যে আর ফিরিতে পারিব না।' আসলে সত্যচরণের অপার সৌন্দর্য-মুগ্ধতায় উপন্যাসে পLV হয়ে ওঠেন ব্যক্তি বিভূতিভূষণ।

a¡l hÉ¢š²Na fL¢a jগ্ধতার আধিপত্যে উপন্যাসে কোথাও ন্যুব্জ হয় সত্যচরণের প্রকৃত জীবন বোধ। সত্যচরণ শুধুমাত্র ব্যক্তি বিভূতিভূষণের উপলব্ধি প্রকাশের মাধ্যম-মাত্র হয়ে ওঠে। সত্যচরণের প্রকৃত চেহারা প্রকট হয়ে ওঠে উপন্যাসের যে সমস্ত স্থানে বিভূতিভূষণ তাঁর ঔপন্যাসিক সুলভ নিরপেক্ষ দৃষ্টেতে এঁকে চলেন নাগরিক সভ্যতায় আf¡cjÙL m¡¢ma HL Ba¡-fh'L khL Q¢lœ --'দেশে চলিয়াছি কতকাল পরে, এ নির্জন অরণ্য বাস হিতে মুক্তি পাইব। সেখানে বাঙ্গালি মেয়ের হাতে রান্না খাইয়া বাঁচিব। কলিকাতায় এক আধ দিন থিয়েটার বয়োস্কোপ দেখিব। বন্ধু বান্ধবের সঙ্গি কতকাল পরে আবার দেখা হইব । ' -- সত্যচরণের এই দ্বৈত সত্তার ফাঁকিটি আরো প্রকট হয়েছে ভানুমতী প্রসঙ্গ। অরণ্যনী সৌন্দর্যের বাস্তব রূপ ভানুমতীকে ঘিরে সত্যচরণের যে নিছক রোমাঞ্চকর কল্পনা তাতে প্রচ্ছন্ন ভাবে ফুটে ওঠেছে কৌতুকের আভাস। এ কৌতুক আসলে নগর সভ্যতায় জারিত এক আপাত মোহাচ্ছন্ন যুবকের অরণ্য জীবন যাত্রাকে নিয়ে। প্রকৃতিকে ভালোবেসে, fL¢aকন্যাকে ভালোবেসে, অরণ্যের যাপিত জীবনকে ভালোবেসে এই প্রকৃতির কোলেই বসবাস করা সত্যচরণের কাছে কতটুকু অবাস্তব বা অসম্ভব তা সে নিজেই স্পষ্ট করেছে। সংহারক সত্যচরণের সঙ্গে বনবালা ভানুমতীর মিলনের প্রক্ষিতটি সম্পূর্ণ অবান্তর জেনেও সত্যচরণ সহজেই কল্পনা করেছে --- 'ভানুমতীকে বিবাহ করিত¡jz' ----অত্যন্ত সহজলভ্য করে ভানুমতীকে ঘিরে এই কল্পনায় সত্যচরণ তার তথাকথিত সভ্য সমাজ বিন্যাসের দৃষ্টিকোন থেকে তাকে মূল্যায়ন করেছে। নারীর আশা-BL¡´M¡, ইচ্ছে-অনিচ্ছের নিরুচ্চার উপস্থিতিতেই যেখানেসম্পন্ন হয়ে যায় বিয়ের মন্ত্রোচ্চারণের আনুষ্ঠানিকতা। কিন্তু ভানুমতী ভিন্ন সভ্যতার সংঘাতে বিপর্যস্ত সেই প্রকৃতিকন্যা যে কালের বিপর্যয়ে দরিদ্র প্রভাবহীন হয়ে পড়লেও তার বংশ গৌরবটি অক্ষুন্ন পরস্পরায় বহন করে চলেছে। গর্বিত রাজকুমারী ভানুমতীর সত্যচরণকে প্রত্যাখানের সম্ভাবনাও মোটেও অবাস্তবতার সীমানায় বাঁধা পড়ে না। আসলে ভানুমতীকে ঘিরে সত্যচরনের এই কল্পনাবিলাস মূলত প্রকৃতিকে ঘিরে তার আপাত উদ্মাদনারই প্রকাশমাত্র। কারণ সত্যচরণ যেমন তার নাগরিক শহুরে জীবন যাপনে ফিরে যাবার সংকল্পে দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিল তেমনি ভানুমতীর বাস্তবিক ভবিষ্যত প্রণয়ীর স্বরূপ সম্বন্ধেও তার প্রকৃত ধারনা ছিল -- 'হয়ত সে পাহাড়ের ওপারে বনে শিকারে গিয়াছে ; আসিবার দেরি নাই।' এটাই বাস্তব। প্রL¢aLeÉ¡ i¡ejal kb¡b ¢jme এমনই এক পুরুষের সঙ্গে সম্ভব , যে প্রকৃতিকে ভালোবেসে সযত্নে লালন করে , সম্বল করে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকে। সত্যচরণের মতো সাময়িক মুগ্ধতায় আক্রান্ত হয়ে তাকে নিয়ে মেতে ওঠে ; আবার

কার্য উদ্ধারের পর ফিরে যায় না তার স্বস্থানে এমন পুরুষ কখনই প্রকৃতিকন্যার পরিপূরক হয়ে উঠতে পারে না।

প্রকৃত প্রকৃতি প্রেমী যুগলপ্রসাদ চরিত্রের উপস্থিতিতে উপন্যাসে সত্যচরণের প্রকৃতি উদ্মাদনার প্রকৃত স্বরূপটি আরো স্পষ্ট হয়ে পড়ে । সত্যচরণের ধ্বংসলীলার বিপরীতে যুগলপ্রসাদ আপনমনে সরস্বতী কুন্ডীকে সাজিয়ে চলে ফুলের সমারোহে বছরের পর বছর ধরে। যুগলপ্রসাদের এই বনানীকরণের পেছনে কোন জীবিকা বা স্বর্থের তাড়না ছিল না । একান্তই প্রকৃতিকে ভালোবেসে প্রানের টানে নিঃশব্দে নিরবে সে তৃপ্ত হয়েছে প্রকৃতিকে সাজিয়ে। তার এই অভিনব কাজে সঙ্গী হয়েছে সত্যচরণ ও । সরস্বতী কুন্ডীকে সাজিয়ে , বাঁচিয়ে সে যেন তার অরণ্য-ধ্বংস কার্যের প্রয়শ্চিত্ত করতে চেয়েছে -- বিঘের পর বিঘে অরণ্যের সবুজ পুড়িয়ে ধ্বংস করে শাস্তি খুঁজেছে সরস্বতী কুন্ডীতে বৃক্ষ রোপণ করে। সরস্বতীকুন্ডী যেন সত্যচরণের সেই প্রশস্তিস্থল যেখানে সে তার কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনার ক্ষত ভরিয়ে তুলতে চেয়েছে। সরস্বতীকুন্ডীর অপার্থিব সৌন্দর্য সহজেই মনকে আর্দ্র করে তোলে। অস্থির , অশান্ত মন হয়ে ওঠে শান্ত , স্বপ্নালু । রাশি রাশি শিউলি , অজানা বনকুসুম ও নিমের গন্ধে একাকার বাতাসে মন মাতাল করা সুবাস -- শ্যামা, শালিখ, হরটিট, বনটিয়া, জেফাল্ট-ক্রো, চড়াই, ছাতারে, ঘুঘু, হরিয়াল নানা রং বেরং এর পাখির কলচানে মুখর পরিবেশ, হরিণ শাবকের অবোধ বিষ্ময়ে চাহনি, এসমস্ত কিছু মিলে মিশে সরস্বতী কুন্ডী যেন এক স্বপ্ন-কানন , যার স্পর্শে গভীরতর হয় উপলব্ধির ব্যপ্তি, প্রসারিত হয় কল্পনার দিগন্ত। তথাকথিত মানব সভ্যতার বহুদুরে নিবিড় অরণ্য প্রকৃতি তার আপন খেয়ালে গড়ে তুলেছে এই খেলাঘর ; যার নীলাঞ্জন ছায়ায় সার্থক হয়ে ওঠে পরীদের মিথ্ টিও।

পূর্ণিমা রাতে জ্যোৎস্না-স্নাত পরীদের সরস্বতী কুন্ডীর হ্রদে জলকেলির দৃশ - কল্পনায় যেন এক অপার্থিব রূপকথা নেমে আসে বাস্তব-ভুমিতে। সত্যচরণ শরিক হয় সেই রূপরাজ্যের প্রাকৃতিক সমারোহে। পুলকে শিহরিত সত্যচরণ সন্ধান পায় পৃথিবীর রূপ, রস, উপভোগ করে বেঁচে থাকার আনন্দের। এই সরস্বতী কুন্ডী যেন আধুনিক নগর সভ্যতার সেই কৃত্রিম প্রমোদ উদ্যানেরই অকৃত্রিম রূপ। আজকের যান্ত্রিক সভ্যতায় প্রকৃতির স্পর্শহীন জীবন যাপনে অভ্যস্ত মানুষ প্রকৃতির স্পর্শ পেতে গড়ে তোলে প্রমোদ উদ্যানগুলি। যেখানে কৃত্রিমতায় অভ্যস্ত মানুষ, মলিন মানুষ, শেকড়হীন মানুষ আশ্রয় খোঁজে দু-দন্ডের শান্তির। মুখশের আবরণে আত্মবিস্মৃতি মানুষ মুখোমুখি হতে চায় নিজের ¢eia "B¢j'-র সঙ্গে। বিভূতিভূষণের ভাষায় বলা চলে ‘মানুষ মানুষের বুকের কথা শুনতে চায়’ এই অবকাশে। ইট, কাঠ, লোহার রুক্ষ জীবনে বুক ভরে নিতে চায় প্রকৃতির সজীবতা। সমস্ত দিনের মলিনতা, দৈন মুছে সঞ্জীবিত হতে চায় পরবর্তী জীবন যুদ্ধের জন্য। ফুলকিয়া-hCq¡l, mhV¢mu¡ অঞ্চলের বিস্তৃত হাজার হাজার বিঘে জমিতে জনপদ গড়ে তোলার যে দায়িত্ব নিয়ে সত্যচরণ এসেছে সেই দায়িত্ব পূরণের স্বার্থেই তাকে ধ্বংস করতে হয়েছে অরণ্যের সবুজ, আগুনে পুড়িয়ে অরণ্য-ভূমিকে করে তুলতে হয়েছে মানুষের বসবাসযোগ্য , কৃষিযোগ্য ভূমি। সত্যচরণের এই ধ্বংশের তান্ডবে বিষন্ন, সেখানকার পরিবেশেও নেমে আসে এক রুক্ষতা। অভিমানী প্রকৃতি যেন তার সমস্ত রূপ, রস, কোমলতা মুছে দিয়ে কর্কশ ভৈরবী মূর্ত্তি ধারণ করেছে - ‘পরিচিত জগতে যখন বসন্ত দেখা দিয়াছে লবটুলিয়ায় তখন একটা কোকিলের ডাক নাই, একটা পরিচিত বসন্তের ফুল নাই’ । - পাখিরাও ক্রমশ বিরল থেকে বিরলতর হয়েছে। বাসা বাঁধারা মতো বনস্পতি বা ফল পাকুড়ের সন্ধানে ব্যর্থ, মানুষের রুদ্ররূপে হতবাক পাখিরা বিদায় নিয়েছে সেখান থেকে। প্রকৃতির স্নেহ বঞ্চিত এই ভূমিতে সত্যচরণ সৃষ্টি করেছে নতুন

লবটুলিয়া। যেখানে প্রকৃতির শ্যামল বিস্তারের পরিবর্তে শুধুই চোখে পড়ে লবটুলিয়ার নতুন তৈরী ঘিঞ্জি কুশ্রী টোলা বস্তি এবং একঘেয়ে ধূসর চষা জমি।

সত্যচরণের এই অরণ্য-ভূমি প্রজাবিলির কাজ কিন্তু কোন অভূতপূর্ব বিচ্ছন্ন ঘটনা নয়। সত্যতার আ লগ্ন থেকেই চলেছে এই অরণ্য নির্মূলীকরণ। বলতে গেলে সভ্যতার পথ চলা শুরু এই প্রক্রিয়াকে সঙ্গী করে। অরণ্যের আদিম বৃত্তি শিকার, যাযাবর জীবন এসব ধীরে ধীরে ত্যাগ করে স্থায়ী h¡pÙ¡e , কৃষিকাজ এবং সর্বোপরি সমাজবদ্ধ ভাবে বেঁচে থাকার জন্যই মানুষ আরম্ভ করে প্রকৃতির বিনাশ পর্বটি। তবে সেই পর্বে মানুষের প্রয়োজন বা সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকার শর্তটিই ছিল মুখ্য। কিন্তু ক্রমশই সভ্যতা যতই এগিয়েছে তার চেয়ে দ্রুতগতিতে বেড়ে চলে মানুষের অতৃপ্তি। প্রয়োজনকে ছাপিয়ে যায় মানুষের চাহিদা। একদিন যে প্রকৃতি ছিল মানুষের বেঁচে থাকার একমাত্র আশ্রয় সেই নির্ভরতার জায়গাটুকু ক্রমশই দখল করে এক প্রভুত্ববাদী মনোভাব। প্রকৃতির সন্তান মানুষ যেন নিয়ন্ত হয়ে উঠতে চায় প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক নিয়মের। আরণ্যক উপন্যাসের নায়ক সত্যচরণও যে জমি প্রজাবিলির কাজে এসেRm তার পেছনেও সক্রিয় ছিলো ব্যবসায়িক মুনাফা। শুধুমাত্র বসতি স্থাপন, জনপদ গড়ে তোলা বা ধারিত্রীকে উর্ব্বরা শস্যপূর্ণা রূপ দেবার কোন প্রথমিক দায় সত্যচরণ বা বলা যেতে পারে তার মনিব অর্থাৎ অবিনশের পরিবারের ছিল না। কারণ তাদের কঠোর নির্দেশ ছিল এসব জমির মূল স্বত্তাধিকারী যারা নদীতে ডুবে যাবার আগে যারা সেখানকার বাসিন্দা ছিল তাদের যেন কোন অবস্থাতেই জমি দেওয়া না হয়। দেখা যাচ্ছে নির্জন অরণ্য মানব জীবন কোলাহলে পূর্ণ করে দেবার লক্ষ্যে সত্যচরণকে সেখানে পাঠানো হয়নি। ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গীতে লাভ ক্ষতির হিসাবটিই সেখানে মুখ্য। জমির পূর্ব স্বত্তাধিকারী qa i¡NÉ c¢lâ Aনেকেই কাকুতি মিনতি করে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছেঙ সত্যচরণের কাছ থেকে - a¡l¡ জমি পায়নি। বরং ছোটু সিং এর মতো দুর্ব্বৃত্ত তার আর্থিক স্বচ্ছলতা দিয়ে দখল করেছে হাজার বিঘে জমি। প্রয়োজন নয় অধিককে অধিকতর করে তুলতেই ছোটু সিং সেই জমিতে ফসল ফলায়। কিন্তু এই চাহিদার পারা যেহেতু ছোটু সিং এর লোভের পারার সঙ্গেই ক্রমবর্দ্ধিত তাই সে হাত বাড়ায় গরীব গঙ্গোতোদের ফসলেও। খুব সহজেই প্রকৃতিরাজ্যের রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় মানুষের রাজত্বের নানা দৈন্য, লোভ, ক্রুরতা, ঈর্ষা এবং সর্বোপরি শ্রেণীবিভাজনে। যেন ভাবীকালের এক অমোঘ সংঘর্ষের আগাম ইঙ্গিত বিভূতিভূষণ তাঁর এই উপন্যাসে সূত্রায়িত করে দিয়েছেন। বর্ত্তমান বিহার অঞ্চলে এই শ্রেণী বৈষম্যের সামাজিক ব্যধি ক্রমবর্দ্ধমান।

যে অরণ্য রাজ্যে সত্যচরণ এসেছিল প্রকৃতিকে পণ্যয়ণের পসরায় সাজাতে সেখানে কিন্তু এক সুস্থ, সৎ বিনিময় প্রথার প্রচলন ছিল।রাখালবাবুর ডাক্তারির বিনিময়ে দরিদ্র রোগীরা তাকে গম, Lm¡C, মকাই দিয়েছেত এবং অসুস্থ হবার পর রাখালবাবুর প্রাপ্য সামগ্রী তার বাড়িতেও পৌছে দেয়ে এসেছে। সততার সঙ্গেই এই বিনিনয় প্রথা প্রবাহমান ছিল এ অরণ্য জীবনে। পেটপুরে খাবার বিনিময়ে ধাতুরিয়া এবং তার দল, দশরথ নাচ দেখিয়াছে। মঞ্চী সতের সের সর্ষের বিনিময়ে কিনেছে হিংলাজের মালা। ¢L¿ সত্যচরণের হাত ধরে যে পুঁজির বিকাশ প্রবেশ করে এই প্রাচীন জীবনধারায় তার সঙ্গে সঙ্গে সামন্ততন্ত্রের অচলায়তনও শেকড় ছড়ায় সমাজের গভীরে। ধাওতাল সাহুর মত অর্থবান লোকেও অবশ্যই ছিল সেখানে। কিন্তু অর্থের জোরকে সে বাহুবলের জোর করে তোলেনি বরং তার মধ্যে এক নির্লিপ্ত জীবনবোধ ছিল। হাজার টাকার হ্যান্ডনোট তামাদি হয়ে যাওয়ায় ধাওতাল অবিচলিত ভাবে তা ছিড়ে ফেলে। সত্যচরণ সাড়ে তিন হাজার টাকা ধার নিতে এলে সে কোন ধরনের লিখিত চুক্তিপত্রে অস্বীকার করে এবং আথিতেয়তার কোন ত্রুটি রাখেনা। সত্যচরণ টাকা দিতে ছ'মাস দেরী করলে

ধাওতাল এই সময়ের মধ্যে একবারও কাছারির ত্রিসীমানায় যায়না। পরস্পর সহযোগিতা, সহমর্মিতা এবং বিশ্বের এক সরল সম্পর্ক মহাজন এবং ঋণ গ্রহীতাদের মধ্যে ছিল। প্রকৃতির একই আলো হাওয়া রোদ্রে একই সংগে লালিত এবং জীবন যুদ্ধে উভয়কেই প্রকৃতির খেয়ালের সংগেও মানিয়ে চলতে হতো বলেই তাদের মধ্যে এক আত্মীক যোগসূত্র ছিল। আর সেজন্যই বোধ করি আর্থিক বৈষম্য তাদের মধ্যে আনতিক্রম্য ব্যবধান গড়ে তোলেনি।

সত্যচরণ এই অরণ্য ধ্বংস করে গড়ে তোলে যে জনপদ বা গ্রাম তা মূলত কৃষিজীবি গ্রাম। কিন্তু কিছুটা পরিমাণে হলেও সে গ্রামের মানুষগুলি ছিল অরণ্যনির্ভর। নতুন ভাবে কৃষি নির্ভর স্থায়ী জীবন যাপন শুরু করেও পাখি শিকার, ফল সংগ্রহ, গরু মহিষ চরানো, ঝর্ণার জল সংগ্রহ এসমস্ত কাজে প্রজারা ছুটে গেছে বনদেবীর নিবিড় সান্নিধ্যে। কিন্তু সত্যচরণ ভালোকরেই জানত এই নির্ভরতার স্থূলটুকুও অদূর ভবিষ্যতে বিলুপ্ত হতে চলেছে। সবুজের এই স্পর্শটুকুও অচিরেই হারিয়ে যাবে তাদের জীবন থেকে। সত্যচরণ যে জনপদ সৃষ্টি করেছে তাতেই বীজ রূপে নিহিত আছে ভবিষ্যতের তথাকথিত আধুনিক নগর সভ্যতার মহীরুহ, যা কিনা ক্রমশই গ্রাস করবে অবশিষ্ট শ্যামল সবুজ বনানী। উপন্যাসের শেষ দিক স্বয়ং ঔপন্যাসিকই এই ইঙ্গিত দিয়েছেন। ঔপন্যাসক যদি হন পাঠকের উদ্ভাসন পরস্পরার সূত্রধর তাহলে আরণ্যক উপন্যাসের শেষে সত্যচরণ যখন লবটুলিয়া ত্যাগ করে শহরে ফিরে যাচ্ছে তখন সুরতিয়ার সঙ্গে কথোপকথনে এই সত্য ব্যঞ্জিত হয়ে ওঠে সত্যচরণের এই প্রস্থান শুধুই এক আপাত প্রস্থান মাত্র। সুরতিয়া সত্যচরণকে প্রশ্ন করেছে -- ‘কবে আসবেন ?’ - সত্যচরণের উত্তরে জানিয়েছে -- "B l Bph e¡z' --তখন সুরতিয়া বলেছে-- ‘ইস মিথ্যে কথা----।’ সাধারণ ভাবে এই në Lu¢ট এক গ্রাম্য বালিকার সরল উক্তি বলে মনে হলেও, এই উচ্চারণে ঔপন্যাসিক সূত্রায়িত করেন এক চিরন্তন ধ্রুব সত্যকে। মহাকালের বুকে খন্ডকালের যে নতুন চাকা পরিক্রমা শুরু করে সেই কালের কুশীলব পরিবর্তিত হয় মাত্র, গতি কখনো স্তব্ধ হয় না। সত্যচরণ হয়ত ফিরে আসবে না এই e¡t¡hCq¡l, mhV¢mu¡, gm¢Lয়াবইহার অঞ্চলে; সে ফিরে যাবে নাগরিক সভ্যতার সেই অভ্যস্ত কূপে যেখানে তার রোমন্থজীবী সত্তাকে লালন করে আত্মতৃপ্ত হবে। কিন্তু সত্যচরণের মতো আরও অসংখ্য সত্যচরণ আছে যারা তার অবশিষ্ট ফেলে আসা সবুজ বনানীকে নগরায়নের কাজটুকু সম্পন্ন করবে। আর শুধুতো শষ্য আর কৃষির জন্যই জমি চাই না; তামার খনিও তো হতে পারে এসব অঞ্চলে - সত্যচরণ নিজেই জানিয়েছে এই সম্ভাব্যতার কথা। কৃষিজমি,নগরায়নের পাশাপাশি শিল্পায়নের সম্ভাবনাতেও ধ্বংস হতে পারে ধনঝিরি, চকমকিটোলা। তবে বিভূতিভূষণের ভবিষ্যত-âø¡ Qr ödC HL সম্ভাবনার অনুমান করেছিলেন মাত্র কিন্তু সম্ভাবনাময় শিল্পায়নের অগ্রগতির আড়ালে মানুষের পুঁজিবাদ সর্বস্বতা গ্রাস করবে কৃষিজীবির গ্রসাচ্ছাদনের ভূমিটুকুও, তা বোধহয় ঔপন্যাসিকের কল্পনাতীত ছিল। তাই তার কল্পনায় শিল্পনগরে ভাণুমতী কয়লা বিক্রি করে। আজকের বাস্তব-ভাণুমতীদের মতো শাসন-শোষণ যন্ত্রের অতল গহ্বরে তলিয়ে যায় না। প্রকৃতি ও মানুষের দ্বিবাচনিকতায় গড়ে উঠেেR বিভূতিভূষণের যে উপন্যাস অরণ্যক, সেই সংকটটি আপাত ভাবে বাংলা বিহার সীমানার হলেও তাকে কোন স্থান কালের প্রেক্ষিতে বেঁধেঁ দেওয়া যায় না। ক্রমবীলিয়মান অরণ্যের মুহ্যমান আজ গোটা পৃথিবী। ‘প্রকৃতির নিয়মে বাঁধা মানুষের পৃথিবী -- এযেন শুধুই এক প্রত্ন-কথা হয়ে স্থান নিয়েছে জাদুঘরেz üa¿ স্বত্তা হিসেবে প্রত্যাখ্যান পৃথিবী ক্রমশই হয়ে পড়ে মানুষের সৃষ্টি নিয়ম রাজ্যের এক ব্যবহার যোগ্যা উপাদান মাত্র। ব্যাবহারের মাত্রাটিও প্রতিনিয়ত বর্দ্ধিত হয়ে চলে মানুষের গগনচুম্বী প্রত্যাশার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। আজকের মানুষ সৃষ্টির আনন্দে নির্বিচার সৃষ্টি করে চলে নতুন নতুন ফ্রাঙ্কোষ্টাইন। কারণ

কৃত্রিমতায় লালিত পালিত নাগরিক সভ্যতায় পুষ্ট মানুষের পায়ের নীচে হারিয়ে গেছে মাটির স্পর্শ, মাথার উপর খোলা আকাশের বদলে স্থান করে নিয়েছে বৈদ্যুতিন তরঙ্গের বিরাট ছাতা, খোলা বাতাসের অক্সিজেনের পরিবর্ত্তে ফুসফুস ভরে গেছে কল-কারখানা, চিমনি, গাড়ীর কালো ধোঁয়ায়। আদি আরণ্যক - Ef¢eষদের ভারতবর্ষের মানুষ শুধু বহিরাঙ্গেই তার পারম্পর্য রক্ষা করে চলেছে। অবক্ষয়, অবিশ্বাস, যান্ত্রিকতার চোরাবালিতে ক্রমশই হারিয়ে গেছে মানুষের মূল্যবোধ, বিশ্বাস, ভালোবাসার ভিতটি, এ সংকট শুধুই নগর সভ্যতার নয়; গ্রাম জীবনে সবুজের স্পর্শ হয়তবা আজও মানুষকে সঞ্জীবীত করে, কিন্তু সে p”£he£ শক্তিকেও পঙ্গু করে বিশ্বগ্রামের চতুর মায়াজাল। গ্রাম বলে স্বতন্ত্র কিছুর অস্তিত্বও আজ সংকটাপন্ন। এখন সবাই একই গ্রামের বাসিন্দা-¢hnN¡jz

বিভূতিভূষণ বিশ্বাস করতেন প্রকৃতির স্পর্শেই মানুষের উত্তরণ হয় জাবতিক মোহ, মায়া, লোভ, ঈর্ষার মোহাচ্ছন্ন দৈনন্দিন জীবনের নানা সঙ্কীর্ণতার গলিপথ থেকে। তার সাহিত্য আমাদের প্রাণিত করে এক মহা জীবনবোধের আশ্বাসে। খন্ডকালের পরিসর অতিক্রম করে মানুষকে বিভূতিভূষণ পথ দেখান মহাকালের, আর সেই মহাকালের চিরন্তন সাক্ষী গিরি পর্ব্বত অরণ্য--- 'কতকাল হইতে এই বন পাহাড় একই রকম আছে। সুদূর অতীতে আর্যরা খাইবার গিরিবর্ত্ত পার হইয়া যেদিন পঞ্চনদে প্রবেশ করেছিলেন, এই বন তখনও একই রকমের ছিল, বুদ্ধদেব নব বিবাহিতা তরুণী পত্নীকে ছাড়িয়া যে রাত্রে গোপনে গৃহত্যগ করেন সেই অতীত রাত্রিতে এই গিরিচূড়া গভীর রাত্রির চন্দ্রালোকে আজিকালের মতোই হাসিত; তমসা তীরের পর্ণকুটীরে কবি বাল্মিকী এক মনে রামায়ণ লিখিতে লিখিতে কবে চমকিয়া উঠিয়া দেখিয়াছিলেন সূর্য অস্তাচল চূড়াবলম্বী, তমসার কালো জলে রক্ত মেঘ স্তূপের ছায়া পড়িয়া আসিয়াছে, আশ্রম মৃগ আশ্রমে ফিরিয়াছে, সে দিনটিতেও পশ্চিম দিগন্তের শেষ রাঙ্গা আলোয় মহালিখারূপের শৈলচূড়া ঠিক এমনি অনুরঞ্জিত হইয়া ছিল। আজ আমার চোখের সামনে ধীরে ধীরে যেমন হইয়া আসিতেছে' --- Lালের প্রেক্ষিতে সত্যচরণের এই উচ্চারণ মূলত ব্যক্তি বিভূতিভূষণের গভীর মর্মজাত। তাঁর বিশ্বাসজাত উপলব্ধিতে বলা চলে এই বিশ্ব সৃষ্টির রচয়িতা তার ছড়ানো প্রকৃতি পটে লিখে চলেছেন তাঁর সৃষ্টি কাব্য। জন্ম-মৃত্যুর মতোই পালা করে আসে সৃষ্টি-dwpz fL¢aC a¡l আপন খেয়ালে ধ্বংস করে তার তিলোত্তমা সৃষ্টি, আবার তা সাজিয়ে তোলা নবরূপে। কিন্তু সভ্যতার গর্বে মাতোয়ারা মানুষ অবিশ্বাস করতে ভালবাসে ধ্বংসের এই অপ্রতিরোধ্য সত্যকে। আর এই অবিশ্বাসেই দ্রুততর গতিতে সভ্যতাকে নিয়ে চলে ধ্বংসের মুখে। অবিশ্বাসের ক্ষত বুকের গভীরে লালন করে মানুষ প্রতিনিয়ত ধাবমান বিশ্বপুঁজির কুহক মায়ায়। সনাতন ভারতবর্ষের মাহাজীবনবোধের ঐতিহ্য অস্বীকার করে আমরা খন্ডকালের এক আপেক্ষিক জীবনবোধে উদ্দীপ্ত হই--নিজেরাই নিজেদের চারপাশে গড়ে তুলি এক কৃত্রিম জটিল জীবন যাপনের অভ্যস্ততার চক্রব্যুহ। আর তাই সযত্নে, দক্ষতার রক্ষিত হয় সত্যচরণের সংহার পর্বেই পারম্পর্য।

মেঘমালা দে (মহন্ত), AdÉ¡¢fL¡, নেহরু কলেজ, কাছাড়, আসা¡jz
ইমেল: meghamaladey@gmail.com